গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্থান : অনলাইনে অনুষ্ঠিত
তারিখ ও সময় : ৩১.০৩.২০২১ খ্রিঃ, বেলা: ১২:০০ ঘটিকা

সভাপতি অনিবার্য কারনবশতঃ অনুপস্থিত থাকায় তার পক্ষে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভার কাজ পরিচালনা করেন। তিনি অনলাইনে নৈতিকতা কমিটির সভায় সকলকে স্বাগত জানান। তিনি সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে দেশের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবাধর্মী আচরণ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিগত অবস্থানকে দৃঢ় করতে হবে। কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৪) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২. সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে গত ৩১.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারের সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ :** উপসচিব (প্রশাসন-৪) জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১) প্রতিবেদন আগামী ১৫ এপ্রিল এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ কে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিলের আবশ্যকতা রয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত দপ্তরে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১) প্রতিবেদন আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৪
		২. অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১) প্রতিবেদন আগামী ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর

২.২	**ক) দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন :** উপসচিব (প্রশাসন-৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ৩য় কোয়ার্টারের সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে জানান। চতুর্থ কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ আগামী এপ্রিল ২০২১ হতে শুরু হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত ৪র্থ কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ে আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত ৪র্থ কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করতে হবে।	প্রশাসন-৪
২.৩	**খ) আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার:** হাসপাতাল অনুবিভাগ জানায়, 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০ মন্ত্রিসভা বৈঠক কর্তৃক নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার নির্দেশনায় সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশের জন্য রাষ্টপতি ভবনে কাছে পাঠানো হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ জানায়, 'ঔষধ আইন-২০২০ এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীতে কিছু সংশোধনী আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখ অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে বাংলায় ভাষান্তরিত 'ঔষধ আইন-২০২০' এর খসড়া সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক আইনটি সংশোধন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। অচিরেই এটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি ঔষধ আইন, ২০২০ নীতিগত অনুমোদনের জন্য দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা দেন।	ঔষধ আইন, ২০২০ নীতিগত অনুমোদনের জন্য আগামী ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	হাসপাতাল/জনস্বাস্থ্য/ ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ
২.৪	**গ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা :** সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল অনুবিভাগ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রেরিত উত্তম চর্চাগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল অনুবিভাগ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রেরিত উত্তম চর্চাগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ অধিদপ্তর/দপ্তর
২.৫	**ঘ) ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ :** ১. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ : সভাপতি স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করে ওয়বসাইটে প্রকাশ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২. **GRS সেবা বক্স হালনাগাদকরণ** : সভাপতি মহোদয় GRS সেবা বক্স হালনাগাদ করার পরামর্শ দেন। তিনি অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রশাসন-২ শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করে ওয়বসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ২. GRS সেবা বক্স হালনাগাদ এবং অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে।	প্রশাসন-২

২.৬	ঙ) প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার : **১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ:** সভাপতি পরিকল্পনা অনুবিভাগকে কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক প্রকল্প (বিশেষ করে কোভিড সংক্রান্ত) পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক প্রকল্প (বিশেষ করে কোভিড সংক্রান্ত) পরিদর্শন অব্যাহত রাখবে।	উন্নয়ন/পরিকল্পনা অনুবিভাগ
২.৭	চ) ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার : **১. ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন:** সভাপতি ক্রয়ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া গ্রহণ না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি যেকোন একটি ক্রয়কার্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে প্রশাসন-২ কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	চলতি অর্থবছরে যেকোন একটি ক্রয়কার্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।	প্রশাসন-২
২.৮	ছ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ : **১. সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** সভাপতি সিটিজেন চার্টার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সকল অনুবিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তরকে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ২. শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন: সভাপতি শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩. নথির শ্রেণি বিন্যাস ও বিনষ্টকরণ: সভাপতি শাখা/অধিশাখাকে নথির শ্রেণিবিন্যাস করে প্রশাসন-৪ শাখাকে অবহিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি সকল শাখাকে অপ্রয়োজনীয় নথি বিনষ্ট করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. সিটিজেন চার্টার সকল অনুবিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তরকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। ৩. শাখা পরিদর্শন/নথির শ্রেণি বিন্যাস/ বিনষ্ট করে প্রশাসন-৪ অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে।	প্রশাসন-১/অধিদপ্তর/ দপ্তরসমূহ সকল শাখা/অধিশাখা
২.৯	জ) শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম **১. কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রজেক্ট দুটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, প্রজেক্ট দুটি নিয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। ২. **হাসপাতালসমূহে ক্রয়কৃত ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপন পরবর্তী ব্যবহার কার্যক্রম পরিদর্শন :** অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জানান, হাসপাতালসমূহে ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে অফিস অটোমেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১০০টি হাসপাতালে অটোমেশন চালু করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান, অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় Asset Management System নামে একটি সফট্ওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়। এটি অন্যান্য প্রকল্পের জন্য কার্যকর করা যায় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (এমআইএস) Asset Management System সফট্ওয়্যারের কাজ	১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় বন্ধকরণ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য দ্রুত Asset Management System ডেভেলপ করতে হবে।	হাসপাতাল/উন্নয়ন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ

	প্রক্রিয়াধীন মর্মে জানান। সভাপতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় বন্ধকরণ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য দ্রুত System ডেভেলপ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।		
	৩. ওষুধের খুচরা মূল্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ: সভাপতি এসেন্সিয়াল ড্রাগস কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ঔষধের নির্দেশকমূলক খুচরা মূল্যের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২. এসেন্সিয়াল ড্রাগস কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ঔষধের নির্দেশকমূলক খুচরা মূল্যের হালনাগাদ তথ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ/অধিদপ্তর
	৪. অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে গণশুনানি মনিটরিং: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সি ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর গণশুনানীর আয়োজন করেছে মর্মে জানানো হয়। সভাপতি অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থাসমূহে অনলাইনে গণশুনানি কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য প্রশাসন-৪ অধিশাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	৩. অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমুহে অনলাইনে গণশুনানি আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন-৪ অধিশাখা এটি নিয়মিত মনিটরিং করবে।	অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ ও প্রশাসন-৪
২.১০	ঝ) **কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন:** **১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি:** প্রশাসন-২ জানায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে টয়লেটসমূহের পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে আউটসোর্সিং থেকে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সচিবালয়ে বিদ্যমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে সমাধা করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে টয়লেটসমূহের পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন-২
২.১১	এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল): সভাপতি ইডিসিএল তাদের উৎপাদিত ঔষধের বাইরে কোন ঔষধ কিনতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিকট অনুমতি নিতে হয় কিনা মর্মে জিজ্ঞেস করেন। ইডিসিএল বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে গেলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতি লাগবে মর্মে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান। তিনি আরো জানান ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের বাইরে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ঔষধ ক্রয় করতে পারবে না। সভাপতি হাসপাতালসমূহের ঔষধ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি হাসপাতালসমূহের ঔষধ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রাখার সুপারিশ করেন। তিনি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে হাসপাতালসমূহে ঔষধ ক্রয় প্রক্রিয়া এবং মনিটরিং গাইডলাইন প্রণয়নের সুযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।	১. হাসপাতালসমূহের ঔষধ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রাখতে হবে। ২. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে হাসপাতালসমূহে ঔষধ ক্রয় প্রক্রিয়া এবং মনিটরিং গাইডলাইন প্রণয়নের সুযোগ আছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খতিয়ে দেখতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ/ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

২.১২	বিবিধ: উপসচিব (প্রশাসন-৪) ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে একটি ফিডব্যাক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টদের ফিডব্যাক কর্মশালার হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক তাকে অবহিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্টদের ফিডব্যাক কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক সভাপতিকে অবহিত করতে হবে।	প্রশাসন-৪

৩. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ মুহিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়